101 Madani Phool

রিসালা নং-৭৮

১০১ মাদানী ফুল

۱۰۱ مدنی پھول

সংশোধিত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী

দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

এ রিসালায় যা রয়েছে .....

সালামের ১১টি মাদানী ফুল
করমর্দনের ১৪টি মাদানী ফুল
কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল
হাঁচির আদব সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল
নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল
জুতা পরার ৭টি মাদানী ফুল
ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল
সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল
শয়ন ও জাগরনের ১৫টি মাদানী ফুল

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল

مکتبۃ المدینہ

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

১০১ মাদানী ফুল

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০২-৭৫৪৯৮২

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০৬৪৪৫৫০০৪৩৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

১০১ মাদানী ফুল

শয়তানের লাখো বাধা ত্যাগ করে এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক সুন্নাত শিখতে পারবেন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তিন ধরনের লোক আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সমস্ত লোক কারা হবে? ইরশাদ করলেন, (১) ঐ সব লোক যারা আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করবে, (২) আমার সুন্নাত জীবিত করবে, (৩) আমার উপর অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(আল বাদূরাস সাফীরাহ আখিরাহ লিস সুয়ুতী, পৃ-১৩১, হাদীস নং-৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

سینہ تری سُنّت کا مدینہ بنے آقا
جنّت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাদানী ফুল গ্রহণ করুন পেশকৃত প্রতিটি মাদানী ফুলকে সুন্নাতে রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে করবেন না। এখানে সুন্নাতের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ শামিল করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়ার পর্যন্ত কোন আমলকে সুন্নাতে রাসূল বলা যাবে না।

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (২) মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত বাহারে শরীয়তের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে : "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, (৩) দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

কাজ, (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী ও প্রিয়, (৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত। (শুউবুল ঈমান, খন্ড-৬, পৃ-৪৩৩) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ اللهِ বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (আল্লাহর পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম।) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ খন্ড-২২, পৃষ্ঠা -৪০৯ তে লিখেন, কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ اللهِ মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ শামিল করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। আল্লাহ অধিক জানেন। (৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন, (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়) (১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্ত করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام ।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্টা) এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করা।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو لُوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو پاؤ گے بَرَکتیں قافلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার চেষ্টা করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سینہ تری سنّت کا مدینہ بنے آقا
جنّت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। (২) বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারবেন, (৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশী উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়। (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, খন্ড-৫, পৃ-৩৮০, হাদীস নং-৭৬৭৬)

(৪) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস নং- ৮৯৪৪, খন্ড-৬, পৃ-৪৮১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) (৫) হাত মিলানোর সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দুআটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন।) (৬) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দুআ করে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-৪, পৃ-২৮৬, হাদীস নং-১২৪৫৪, দারুল ফিকর, বৈরুত) (৭) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৮) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী হচ্ছে, যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৯ম, পৃ-৫৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

(৯) যতবারই সাক্ষাত হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, (১০) উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। (১১) অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায় এটা সুন্নাত নয়, (১২) হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বন কারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ছেড়ে দিন। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা ১১৫ হতে সংক্ষেপিত) (১৩) যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয় তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ক্ষেত্রে কামভাব আসে তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, খন্ড-২, পৃ-৯৮, দারুল মারিফাত, বৈরুত) (১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয় উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়ত, অংশ-১৬তম, পৃ-৯৮) বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদাব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের সামনে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫)

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহের ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়, (৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, (৫) কথাবার্তা অবস্থায় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, (৮) বেশী কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে নষ্ট হয়ে যায়, (৯) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দা পার্থিব অনাসক্তি ও অল্প ভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন কর কেননা এসব লোককে হিকমত দান করা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪, পৃ-৪২২, হাদীস নং-৪১০১) (১০) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে চুপ রইল সে নাজাত পেল। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪, পৃ-২২৫, হাদীস নং-২৫০৯) মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, যে কথাবার্তা চার প্রকারের হয়ে থাকে, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে তা বলতেও সতর্কতা অবলম্বন করুন উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকার, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় বিনষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, খন্ড-৬, পৃ-৪৬৪) (১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার উপযুক্ততা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, (১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২১, পৃ-১২৭) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। হুজুর তাজেদারে মাদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে। (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, খন্ড-৭, পৃ-২০৪, হাদীস নং-৩২৫ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজদারে মাদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতের সুসংবাদরূপী বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

হাঁচির আদব সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল

দুটি হাদীস শরীফ ঃ (১) আল্লাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। (বুখারী, খন্ড-৪, পৃ-১৬৩, হাদীস নং-৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন আল্লাহ তাআলা তোমার উপর দয়া করুন। (আল মুজামুল কবীর, খন্ড-১১, পৃ-৩৫৮, হাদীস নং-১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, হাদীস নং-৬৮৪) (৪) হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। (খাযাইনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন, হাঁচি আসলে আল্লাহর প্রশংসা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। উত্তম হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

(৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬, পৃ-১১৯) (৬) উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন) অথবা এভাবে বলুন يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমাদের পরিশুদ্ধি করুন) (৭) কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহবা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, খন্ড-৬, পৃ-৩৯৬) হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় ভুগবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খন্ড-৮, পৃ-৪৯৯, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা) (৯) হাঁচি দাতার উচিত উচু স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৮৪) (১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসল এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলল তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, খন্ড-৫, পৃ-৩২৬) (১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৬, পৃ-১২০) (১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফাতাওয়ায়ে কাজীখান, খন্ড-২, পৃ-৩৭৭) (১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে সবার উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৮৪) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত) (১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না আর যদি ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-৯৮) (১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-৯৮) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলল তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكَ اللّٰه (আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৮৪)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদাব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سُنّتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার ৯টি মাদানী ফুল

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৬৮) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পরবর্তী জুমার পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৬৮, বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬, পৃ-২২৫, ২২৬) (২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে : সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৮০, ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৩) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, খন্ড-৫, পৃ-৩৮৫) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

(৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয় এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০ তম দিন হয়ে গেল যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে যেন আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না জায়েজ ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানতে ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ সংশোধিত খন্ড-২২, পৃ-৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পর্যন্ত দেখুন) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে। (ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, খন্ড-২, পৃ-৬৫৩)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو لُوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو پاؤ گے بَرَکتیں قافلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুঠনে রহমতে, কাাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سُنّتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

জুতা পরার ৭টি মাদানী ফুল

হাদীস শরীফ ঃ (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, পৃ-১১২১, হাদীস নং-২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী শরীফ, খন্ড-৪, পৃ-৬৫, হাদীস নং-৫৮৫৫) নুজহাতুল কারী কিতাবে রয়েছে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল কারী, খন্ড-৫, পৃ-৫৩০, ফরিদ বুক স্টল) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃ-৮৪, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীআ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন ঃ অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬তম, পৃ-৬৫, মাকতাবাতুল মাদীনা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে) উল্টা জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **দাওলাতে বে যাওয়াল** কিতাবে লিখেছেন যে, যদি সারারাত উল্টা জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, খন্ড-৫ম, পৃ-৬০১) ব্যবহৃত উল্টা হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سینہ تری سنّت کا مدینہ بنے آقا

جنّت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা,

জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দুআ পড়ুন بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অনুবাদ ঃ - আল্লাহর নামে আরম্ভ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃ-৪২০, হাদীস নং-৫০৯৫) اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এ দুআ পড়ার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর সাহায্যের আওতায় থাকবে। (ঘরে প্রবেশের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ

وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি আল্লাহর নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রভুর উপর আমরা ভরসা করছি) (প্রাগুক্ত, হাদীস-৫০৯৬) এ দুটি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে (যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) আল্লাহর নাম নেওয়া বিভিন্ন যেমন بِسْمِ الله বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন : اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ (অর্থাৎ আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৬৮২) অথবা এভাবে বলুন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা হুযুর নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬তম, পৃ-৯৬, শরহুস শিফা লিল কারী খন্ড-২য়, পৃ-১১৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান তখন এভাবে বলুন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি ? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয় নি। (৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে নিজের নাম বলা যেমন বলুন, মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মাদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং বালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিককে দুআ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদবঢ হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو
لُوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو
پاؤ گے بَرَکتیں قافلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

سینہ تری سنّت کا مدینہ بنے آقا
جنّت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রিওয়াতে রয়েছে যে, সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১১৫, হাদীস নং-৩৪৯৭) (২) পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫, পৃ-৩৫৯) (৩) শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, খন্ড-৬, পৃ-১৮০) (৪) সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়ুবুল ঈমান, খন্ড-৫ম, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سینہ تِری سنّت کا مدینہ بنے آقا
جنّت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়ন ও জাগরনের ১৫টি মাদানী ফুল

(১) শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, (২) শয়ন করার আগে এ দুআটি পড়ে নিন, اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৯৬, হাদীস নং-৬৩২৫), (৩) আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আসরের পর শয়ন করে আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদীস নং-৪৮৯৭, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৭৮) (৪) দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬) সাদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহর যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

কেননা রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, অংশ-১৬তম, পৃ-৭৯, মাকতাবাতুল মাদীনা) (৫) দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬) (৬) পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং (৭) কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) (৮) শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন। কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, (৯) শয়ন করার সময় আল্লাহ স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰه - سُبْحٰنَ الله - لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) (১০) জাগ্রত হওয়ার পর এ দুআ পাঠ করুন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৯৬, হাদীস নং-৬৩২৫) অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১১) ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর জুলুম করব না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬) (১২) যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

ঘুমানোর ব্যবস্থা করা চাই বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না, (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৬৩০) (১৩) স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে তবে সে সাবালক হয়ে গেল। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৩০) (১৪) ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, (১৫) রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায। (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯১, হাদীস নং-১৬৩)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদাব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو
لُوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو
پاؤ گے بَرَکتیں قافلے میں چلو

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুঠনে রহমতে, কাাফিলে মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার চেষ্টা করছি। তাজদারে রিসালাত, মুস্তফা জানে রহমত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতের সুসংবাদরূপী ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই ও মুবাল্লিগা ইসলামী বোনদের প্রতি আবেদন

প্রতিটি সুন্নাতে ভরা বয়ানের শেষ পর্যায়ে যতটুকু সম্ভব কিছু না কিছু সুন্নাত পড়িয়ে শুনিয়ে দিন। সুন্নাত বয়ান করার পূর্বে কলাম নং (১) কলাম নং (২) পড়ে শুনান। (মুবাল্লিগা ইসলামী বোন শেষোক্ত কলামের কাফিলা বিশিষ্ট অংশ বয়ান করবেন না।)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

(১) প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

এবার বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাদানী ফুল গ্রহণ করুন পেশকৃত প্রতিটি মাদানী ফুলকে সুন্নাতে রাসূল মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে করবেন না। এখানে সুন্নাতের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ শামিল করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়ার পর কোন আমলকে সুন্নাতে রাসূল বলা যাবে না।

(২) বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ
নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মাদীনা ঃ-

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net